আল্লাহর দীন কায়েমই
পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তির উপায়

আযানের মাধ্যমে কাদেরকে নামাযের জন্য ডাকা হয়

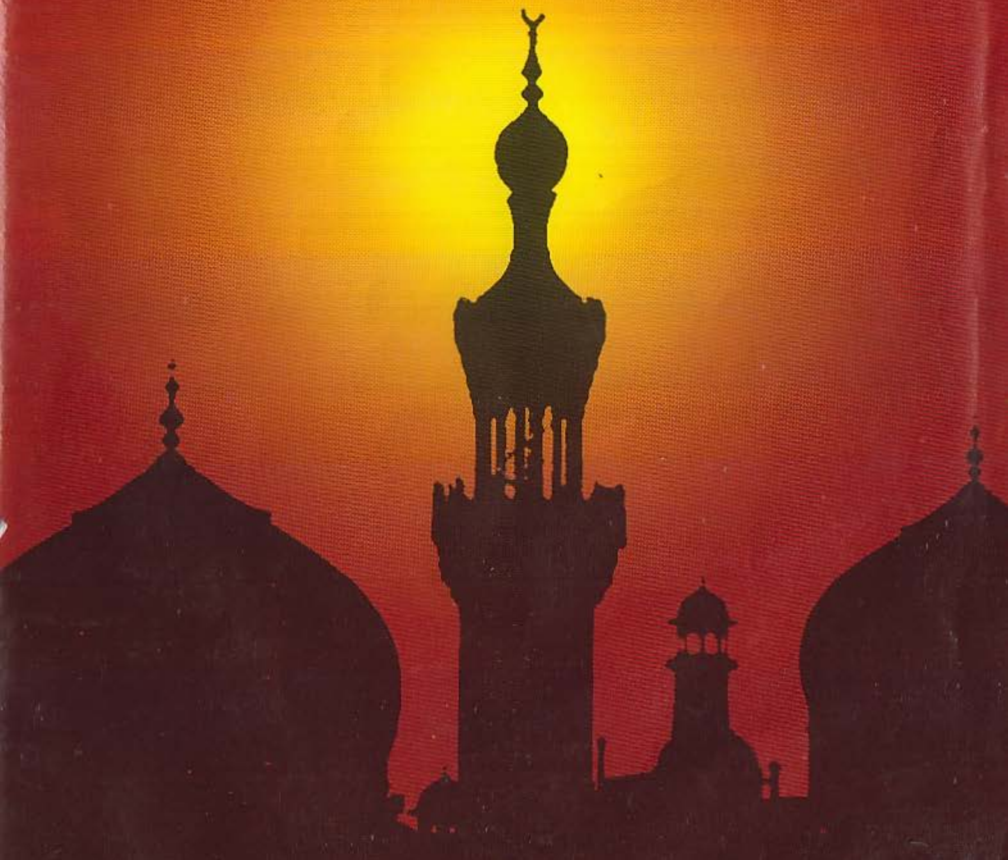

অধ্যাপক গোলাম আযম

আল্লাহর দীন কায়েমই পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তির উপায়

আযানের মাধ্যমে কাদেরকে নামাযের জন্য ডাকা হয়

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯

আল্লাহর দীন কায়েমই পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তির উপায় ■ আযানের মাধ্যমে কাদেরকে ডাকা হয় ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০৪৪৯৫০১২৪৩৮ ❖
©: লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ❖
প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/১ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ০৪৪৭৭৭০৩০০৭
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০৪৪৭৭৭০৩০০৮
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ০৪৪৭৭৭০৩০০৯
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০১০

নির্ধারিত মূল্য : আট টাকা মাত্র

www.pathagar.com

এক বইয়ে দুটো বিষয়

এ বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমত 'আল্লাহর দীন কায়েমই পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তির উপায়'। এরপর রয়েছে 'কাদেরকে আযানের মাধ্যমে নামাযের জন্য ডাকা হয়'।

এ দুটো বিষয়ের আলোচনা কোনোটিই এক ফর্মা পরিমাণ নয়। দুটো বিষয় মিলে এক ফর্মায় জায়গা হয়েছে।

দুটো বিষয়ই দু'জন দীনী ভাইয়ের ফরমায়েশে লেখা হয়েছে। বিষয় দুটো আমার নির্বাচিতও নয়। প্রথমটি রিয়াদে কর্মরত জনাব নুরুল ইসলাম আহমদ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বিষয়টির জন্য কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে 'জীবিকার চাবিকাঠিসমূহ' নামে সৌদি আরবের প্রফেসর ড. ফযলে ইলাহীর লেখা আরবী বইয়ের বাংলা অনুবাদও দিলেন। উদ্ধৃতিসমূহ ঐ বই থেকেই সংগ্রহ করেছি।

দ্বিতীয় বিষয়টি ঢাকার উত্তরাস্থ 'হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ'-এর অধ্যক্ষ জনাব আশরাফুল হক দিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! বিষয় দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ীই লেখা সমাপ্ত হলো।

২০০৮ সাল পর্যন্ত আমার লেখা ইসলামী ও রাজনৈতিক বইয়ের সংখ্যা এক শ' ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে শতকরা ৭৫টিই চটি বই। কয়েকটি ছাড়া সবক'টিই জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে অব্যাহতি পাওয়ার পর লেখা। ২০০৯ সালে এ নতুন বই ছাড়া অন্য কোনো বই লেখা হয়নি।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ও রহস্যজনক ফলাফলে আধিপত্যবাদী শক্তির দালালদের হাতে দেশের পূর্ণ ক্ষমতা চলে গেল। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুটো ঘটনায় আমার কলম স্তব্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান সরকার প্রতিবেশী দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে কিছু করছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।

আমাদের সীমান্ত অরক্ষিত। দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশ দিল্লির বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের ভবিষ্যত কী? আমরা কি স্বাধীন আছি?

গোলাম আযম
রমাদান ১৪৩০ হিজরী, ২০০৯ খি.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর দীন কায়েমই পার্থিব উন্নতি ও সুখ-শান্তির উপায়

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। এক যুদ্ধে এক দুগ্ধবতী মহিলা বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর সন্তানের স্নেহ তাঁকে উতলা করলে সে যে কোনো শিশুকেই কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ায়। এ অবস্থা জেনে রাসূল (স) বললেন, এ মহিলা কি তাঁর সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না, পারে না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মানুষের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা এর চেয়েও অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর অন্তরে যে দয়া আছে এর একশ' ভাগের মাত্র এক ভাগ তিনি সৃষ্টিজগতে সবার মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। বাকি ৯৯ ভাগই তাঁর নিকট রক্ষিত আছে। ঐ এক ভাগের কারণেই পশু পর্যন্ত এমন আচরণ করে, যাতে সন্তানের কষ্ট না হয়।

মানুষকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের সুব্যবস্থা করেছেন; জমিনকে তার বাসোপযোগী করেছেন; পানির ব্যবস্থা করেছেন; আগুন সৃষ্টি করেছেন– এসবকে মানুষের খেদমতে লাগিয়ে রেখেছেন। এদের খেদমতেই মানুষ দুনিয়ায় সুখ-শান্তি উপভোগ করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন কোনো নাফরমানির কারণে মানুষের উপর অসন্তুষ্ট হন, তখন এসব খেদমতের জিনিস দিয়েই মানুষকে শাস্তি দেন– শান্ত জমিনকে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি দিয়ে অশান্ত করেন; জীবনস্বরূপ পানিকে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় পরিণত করে মৃত্যুর কারণ ঘটান; আরামদায়ক বাতাসকে প্রচণ্ড ঝড়ে পরিণত করেন; মানুষের খাদেম আগুনকে ভয়ানক শত্রু বানিয়ে দেন।

আল্লাহ তাআলা যখন মানুষের উপর সন্তুষ্ট থাকেন তখন এসব উপাদানকেই মানুষের জন্য মহানিয়ামতের মাধ্যম হিসেবে সক্রিয় রাখেন। যদি এ উপাদানগুলো তাদের খেদমত জারি রাখে, তাহলে বাতাস ও বৃষ্টি জমিনকে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শস্য উৎপাদনে সহযোগিতা করে; সূর্যও

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় আলো দিয়ে এ কাজে সহায়তা করে; আগুনের ভয়ানক ধ্বংসকারী শক্তি সেবকের দায়িত্ব পালন করে।

এসব উপাদান সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলারই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর নির্দেশে এসব উপাদান যখন ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে তখন মানুষ একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল বাহাদুরি প্রতিরোধ করার সামান্য কোনো ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারে না। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জয় করার দাবি করে; কিন্তু আজ পর্যন্ত সামান্য কুয়াশার মোকাবেলা করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনি। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সভ্যতাগর্বী মানুষ আল্লাহ তাআলার শক্তিকে স্বীকার করে না। আল্লাহ তাআলা নিষ্ক্রিয় শক্তি নন; সর্বদা ক্রিয়াশীল।

আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরায় তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। এতে তিনি তিনটি সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন :

১. তিনি মানুষের রব। ভ্রূণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে তিনি মানুষকে লালন-পালন করছেন। তাই তিনি চান, মানুষ তাঁকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুক।

২. তিনি মানুষের বাদশাহ। মানুষ তাঁরই রাজ্যে বসবাস করছে। তিনি চান যে সুখ-শান্তিতে বাঁচতে হলে মানুষ যেন তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। তাঁকে অগ্রাহ্য-অমান্য করে তাঁর রাজ্যে শান্তি পাওয়ার কোনো অধিকার কারো নেই।

৩. তিনি মানুষের ইলাহ বা একমাত্র হুকুমদাতা প্রভু। তিনি চান, মানুষ যেন তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম না মানে। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি সব হুকুম করেছেন, তাঁর হুকুমকে অমান্য করে কেউ কল্যাণ পেতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর খলীফার মর্যাদা দিয়েছেন। সে মর্যাদা বহাল রাখার জন্যই তাঁকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ মেনে চলতে হবে। তিনি মানুষের দেহে যেসব শক্তি দিয়েছেন, যেসব গুণাবলি অর্জনের ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং গোটা বিশ্বজগৎকে ব্যবহার করার যে অধিকার দিয়েছেন– এসব তাঁরই মর্জি ও ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করলে খলীফার দায়িত্ব পালন করা হবে। তাহলে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এর বিপরীত আচরণ করলে তিনি একটা সীমা পর্যন্ত সহ্য করলেও সীমা লঙ্ঘন করলে পাকড়াও করবেন।

www.pathagar.com

তিনি অসহায় রব নন, অক্ষম বাদশাহ্ নন এবং নিষ্ক্রিয় ইলাহ্ নন। সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি অতীতে যেমন নমরূদ, ফিরাউন, আবূ জাহলদেরকে সহ্য করেননি, তেমনি বর্তমানেও হিটলার, মুসোলিনি, স্ট্যালিন ও জর্জ বুশকে স্বেচ্ছাচার অব্যাহত রাখতে দেননি।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যে ইখতিয়ার দিয়েছেন, তা প্রয়োগ করে একটা সীমা পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে চলার সুযোগ দিলেও সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি আর সহ্য করেন না।

সূরা রূমের ৪১ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

'মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলেই জলে ও স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে।'

আল্লাহ তাআলার বিধান অমান্য করে দুনিয়ার উন্নতি সম্ভব নয়

মানুষ ধন-সম্পদ, প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করা ও বস্তুগত উন্নতিকেই দুনিয়ার উন্নতি মনে করে। মানুষ যদি সুখ-শান্তি ভোগ ও সার্বিক নিরাপত্তা বোধ করতে সক্ষম হয়, তবেই উন্নতি লাভ করেছে বলা যায়। গাড়ি, বাড়ি ও প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পরিবারে চরম অশান্তি বিরাজ করতে পারে। উন্নত দেশ হওয়ার দাবিদারদের দেশেও চরম অশান্তি বিরাজ করছে। ব্যাপক সন্ত্রাসের ফলে কেউ নিরাপত্তা বোধ করে না।

আল্লাহ তাআলা মানবদেহের জন্য যেসব বিধান দান করেছেন, যদি তা অমান্য করা হয়, তাহলে অবশ্যই অসুখ হবে। তিনি পরিবারের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা অমান্য করলে অবশ্যই অশান্তি ভোগ করতে হবে। একই কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য যেসব বিধান কুরআনে দেওয়া হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করে মানুষের মনগড়া বিধান যে কোনো দেশেই সত্যিকার সুখ-শান্তি দিতে সক্ষম নয়– এটি বাস্তবে প্রমাণিত।

সুখ-শান্তি সবাই চায়

সুখ-শান্তি কে না চায়? সবাই যা চায় তা পায় না কেন? আল্লাহ তাআলাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সুখ-শান্তির জন্যই তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিধান পাঠিয়েছেন। সেসবকে অগ্রাহ্য করে মনগড়া বিধান চালু করে সুখ-শান্তি তালাশ করা হচ্ছে। তাই সবই পণ্ডশ্রমে

www.pathagar.com

পরিণত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের সুখ-শান্তির জন্য যে বিধান দিয়েছেন, শান্তি পেতে হলে সে বিধান মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃবৃন্দ স্রষ্টাকে স্বীকার করলেও তাঁর বিধানকে মানা প্রয়োজন মনে করে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন মুসলিম নামধারীরাও ইসলামকে ধর্ম হিসেবে স্বীকার করলেও জীবন-বিধান হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁরা আল্লাহকে শুধু স্রষ্টা, রাসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু ধর্মনেতা ও কুরআনকে শুধু ধর্মগ্রন্থ এবং ইসলামকে অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম মনে করেন।

এ জাতীয় লোকদের নেতৃত্বে বস্তুগত কিছু উন্নতি হলেও সুখি-শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে না। তারা জনগণকে উন্নতি, প্রগতি ও সুখ-শান্তির যত আশ্বাসই দিয়ে থাকেন– আল্লাহকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মেনে চলার সিদ্ধান্ত ছাড়া জনগণকে তারা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া অন্য কিছুই দিতে পারবেন না।

আল্লাহ তাআলাকে অগ্রাহ্য করে কি পার্থিব উন্নতি সম্ভব?

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে এবং মানবজাতিকে পৃথিবীতে খলীফার মর্যাদা দিয়ে রিটায়ার্ড হয়ে যাননি। كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ 'প্রতি মুহূর্তে তিনি তাঁর মর্যাদায় সমাসীন' (সূরা আর রাহমান : ২৯) তিনি বিশ্বকে পরিচালনা করছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর সার্বভৌম শক্তি সর্বদা সক্রিয়।

মানুষ তাঁকে অগ্রাহ্য করে যত উন্নতি ও প্রগতির স্বপ্ন দেখুক, তা একেবারেই অবাস্তব। প্রকৃত উন্নতি বলতে যা বোঝায়, তা হলো মানুষের বাস্তবজীবনে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা। মানুষ যদি তা হাসিল করতে চায় তাহলে তাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহকে রব, বাদশাহ ও ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর প্রেরিত বিধান ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কায়েম করতে হবে।

মানবসমাজের পার্থিব উন্নতি যে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলারই নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রকৃতিও বিরূপ হয়। তাই পার্থিব উন্নতির স্বার্থেই আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মানুষের মনগড়া আইনে সমাজজীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তা-ও পার্থিব উন্নতির পথে বাধা। তাই মনগড়া বিধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার বিধান মেনে চলতে হবে।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য

পার্থিব উন্নতির জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতা সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও রাসূল (স)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে :

১. সূরা নূহের ১০-১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ـ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ـ
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ـ

'(নূহ [আ] তাঁর কাওমকে ডেকে বলেন) আমি বলেছি, তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে খুব বৃষ্টি দেবেন। তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি দান করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।'

২. সূরা হূদের ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ
كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ـ

'আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে এক বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে ভালো জীবিকা দান করবেন এবং তাঁর মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের আযাবের ভয় করছি।'

৩. সূরা হূদের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً
اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ـ

'হে আমার কাওম! তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি তোমাদের উপর আসমানের দরজা খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অপরাধী হয়ে (দাসত্ব করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখ না।'

www.pathagar.com

৪. আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, নাসাঈ ও আল হাকেম নামক হাদীস সংকলনে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْثَرَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَمِنْ كُلِّ ضَيِّقٍ مُخْرِجًا وَرِزْقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ـ

'ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে বেশি বেশি ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ তাকে সকল দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করবেন; সকল সংকট থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং তাকে এমনভাবে জীবিকা দান করবেন, যা কেউ ধারণাও করতে পারে না।'

৫. সূরা তালাকের ২ ও ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ

'যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তার জন্য (অসুবিধা থেকে) বের হয়ে আসার কোনো উপায় করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিযকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

৬. সূরা আ'রাফের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ـ

'যদি এলাকাবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়ার পথে চলত তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের সব বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম।'

৭. সূরা মায়িদার ৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ـ

'হায়! তারা যদি তাওরাত ও ইনজীল এবং আরো যা কিছু তাদের রবের কাছ থেকে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল তা কায়েম করত, তাহলে তারা উপর থেকেও রিযক পেত এবং নিচ থেকেও।'

www.pathagar.com

৮. সূরা জিনের ১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَّأَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ـ

'(হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার উপর এ ওহীও পাঠানো হয়েছে যে,) মানুষ যদি সঠিক পথে মযবুতভাবে চলত, তাহলে আমি তাদেরকে বেশি করে পানি দান করতাম।'

৯. তিরমিযী, আহমাদ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাদীস সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ـ

'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, তোমরা যদি হক আদায় করে আল্লাহর উপর ভরসা কর, তাহলে তেমনিভাবে অবশ্যই তোমাদেরকে রিযক দেওয়া হবে, যেভাবে পাখিকে দেওয়া হয়। সে সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পুরে ফিরে আসে।'

১০. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস সংকলনে আছে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَم تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا لَمْ اَسُدْ فَقْرَكَ ـ

'আবূ হোরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! আমার দাসত্বের জন্য একান্ত মনোযোগী হও, তোমার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেব এবং তোমার দারিদ্র্য দূর করে দেব। যদি তা না কর, তাহলে তোমার হাতকে কর্মব্যস্ত করে দেব; কিন্তু তোমার অভাব দূর করব না।

www.pathagar.com

আল মুসতাদরাক লিল হাকেম নামক হাদীস সংকলন থেকে অনুরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে,

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ أَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا ـ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تُبَاعِدْنِيْ فَأَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ شُغْلًا ـ

রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! আমার দাসত্ব করার জন্য একান্ত মনোযোগী হও। তাহলে তোমার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেব এবং তোমার দু হাতকে রিযক দিয়ে পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান! আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেও না। (যদি যাও) তাহলে তোমার অন্তরকে দারিদ্র্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দু হাতকে কাজ দিয়ে ভরে দেব।

এ দুটো হাদীসের মর্মকথা হলো, আল্লাহর হুকুমমতো জীবন যাপন করলে তিনি তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও অভাবমুক্ত করে দেবেন এবং প্রচুর রিযক দান করবেন; কিন্তু আল্লাহর বিধানমতো না চললে অন্তরকে দারিদ্র্য দিয়ে ভরে দেবেন এবং হাতকে কর্মব্যস্ত রাখবেন। অর্থাৎ রাত-দিন সে কর্মব্যস্ত থাকবে; কিন্তু অভাব দূর হবে না।

কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলাকে অগ্রাহ্য করে মানুষ পার্থিব উন্নতির যত চেষ্টাই করুক সে সফল হবে না। আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করে চললে, তাওবা করলে, অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকলে এবং তাঁর উপর ভরসা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁরই দেওয়া জীবনবিধানকে কায়েম করলেই পার্থিব উন্নতি ও কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি অর্জন করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

আযানের মাধ্যমে কাদেরকে নামাযের জন্য ডাকা হয়?

মসজিদের মিনার থেকে আযানে যে ক'টি বাক্য উচ্চারিত হয়, সেগুলো যারা সঠিকভাবে বোঝে ও অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, তাদেরকেই নামাযে হাজির হওয়ার জন্য ডাকা হয় এবং তারাই ঐ ডাকে সাড়া দেয়। যারা আযানের বাক্যগুলো সঠিকভাবে বোঝে না এবং বিশ্বাস করে না তাদের এ ডাকে সাড়া দেওয়া স্বাভাবিক নয়।

অবশ্য যারা নামাযকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করে, তারা বেহেশতে যাওয়ার আশায় এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আযানের বাক্যগুলো সঠিকভাবে না বুঝেও এবং বাস্তব জীবনে নামাযের উদ্দেশ্য না জেনেও তাদের অনেকেই মসজিদে আসে। এ ধরনের লোকদের জীবনে নামাযের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায় না। তারা নামায পড়েও বেনামাযীদের মতোই দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে থাকে।

যারা ইসলামকে আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে বিশ্বাস করে তারা আযানের বাক্যগুলোকে যথাযথভাবে বোঝার চেষ্টা করে এবং নামাযের উদ্দেশ্যকে জেনে নিয়েই নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করে।

আযানের বাক্যসমূহের মর্মকথা

আযানের বাক্যসমূহের মর্ম বোঝা অত্যন্ত জরুরি, যাতে প্রত্যেক মুসলিম এ ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য মনে করার যোগ্য হয়। আমরা আযানের এক-একটি কথার মর্মকথা আলোচনা করছি, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সঠিক চেতনা লাভ করতে পারেন।

আযানের প্রথম ও ষষ্ঠ বাক্য

আযানের প্রথম ও ষষ্ঠ বাক্য হলো 'আল্লাহু আকবার'। এর শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' বা সবচেয়ে বড়। তিনিই মানুষ ও এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আসমান ও জমিনের ছোট-বড় সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার কাজে অন্য কোনো সত্তার সামান্য অংশীদারিত্বও নেই। তিনিই প্রতিটি সৃষ্টির উপযোগী বিধি-বিধান দিয়েছেন। মানুষ ও জিন ছাড়া কোনো সৃষ্টিই তাদের জন্য দেওয়া বিধান অমান্য করতে পারে না। মানুষ ও জিনের দেহের জন্য দেওয়া বিধানও তারা মেনে চলতে বাধ্য। বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা তা মেনে চলে।

www.pathagar.com

কিন্তু মানুষ ও জিনের যে নৈতিক চেতনা রয়েছে এবং ভালো ও মন্দ সম্পর্কে তাদেরকে যে চেতনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম ও বিধান মানতে বাধ্য করা হয়নি। তাই যারা সে বিধান মেনে চলে তারা দুনিয়ায়ও শান্তি পায় এবং আখিরাতেও পুরস্কার পাবে। আর যারা তা অমান্য করে তারা দুনিয়ায়ও অশান্তি ভোগ করে এবং আখিরাতেও শাস্তি পাবে।

যারা আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলা কর্তব্য মনে করে এবং তারা আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে এসে নামায আদায় করে।

আযানের দ্বিতীয় ও শেষ বাক্য

আযানের দ্বিতীয় বাক্য হলো, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এর অর্থ হলো, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো হুকুমদাতা প্রভু নেই। পিতামাতাসহ সমাজে যাদের কারো না কারো উপর হুকুম দেওয়ার অধিকার রয়েছে, তারা কেউ-ই প্রভু নয়। আল্লাহই একমাত্র হুকুমদাতা প্রভু। তাই এ প্রভুর হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুম দেওয়ার অধিকার কারো নেই। যদি তেমন করা হয় তা অমান্য করাই আল্লাহর হুকুম।

যারা আল্লাহ তাআলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলা কর্তব্য মনে করে এবং তারা আযানের ডাকে সাড়া দেয়। তারা আল্লাহর হুকুমের বিপরীত অন্য কারো হুকুম মেনে নিতে রাজি হয় না। তারা মনে করে যে, কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের প্রভু হতে পারে না। তাই আসল প্রভুর হুকুমের বিরোধী কোনো হুকুমই মানা চলে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অমান্য হয়, সৃষ্টির এমন কোনো আনুগত্য করা যাবে না।' কোনো সৃষ্টির এমন কোনো হুকুম পালন করা চলবে না, যার ফলে স্রষ্টাকে অমান্য করা হয়।

আযানের তৃতীয় বাক্য

আযানের তৃতীয় বাক্য হলো, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। এর অর্থ হলো 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল'। আল্লাহ একমাত্র হুকুমদাতা প্রভু হলেও তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে সরাসরি হুকুম করেন না। তিনি

www.pathagar.com

সকল মানুষের জন্য রাসূলের নিকট হুকুম পাঠান। তাই আল্লাহর বিধান মানতে হলে মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুহাম্মদ (স)-কে 'সুন্দরতম আদর্শ' হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যেই সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর আল্লাহর হুকুম শুধু শুনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়নি; আল্লাহর হুকুমকে সঠিকভাবে পালনের নমুনা পেশ করাও তাঁর দায়িত্ব ছিল।

উদাহরণস্বরূপ নামাযের হুকুম সম্পর্কে দেখা যায় যে, কুরআন মাজীদে সালাত কায়েম করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন্ নামাযে কত রাকাআত ও কিভাবে নামায আদায় করা হবে তা কুরআনে বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ 'আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখ, সেভাবেই নামায আদায় কর।' এভাবেই আল্লাহ তাআলার সকল হুকুমই পালন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকরণ করতে হবে।

কিতাব পাঠানোই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে ঘরে ঘরে আল্লাহ তাআলা কিতাব পাঠাতে পারতেন; কিন্তু কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝে আমল করার জন্য নবী-রাসূল পাঠাতে হয়েছে। কুরআনকে রাসূল (স) থেকেই বুঝতে হবে। তিনিই জীবন্ত কুরআন, আসল কুরআন ও বাস্তব কুরআন।

মুহাম্মদ (স)-কে এ অর্থেই আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেই আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করতে হবে। তিনি যাকিছু করেছেন আল্লাহর রাসূল হিসেবেই করেছেন। তিনি যখন নামায আদায় করেছেন তখন যেমন তিনি রাসূল হিসেবেই করেছেন, তেমনি তিনি যখন রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধি করেছেন তখনো রাসূল হিসেবেই করেছেন।

তাই জীবনের সব ব্যাপারেই তাঁকে নেতা মানতে হবে। যারা তাঁকে শুধু ধর্মনেতা মেনে নামায আদায় করেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য পার্থিব দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে নেতা মানতে অস্বীকার করেন তাঁরা আসলে রাসূলকে মানতেই অস্বীকার করেন। মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মানলে তাঁকে আংশিকভাবে নয়, পূর্ণরূপেই মানতে

www.pathagar.com

হবে। নবুওয়াতের ২৩ বছরে তিনি যা কিছু করেছেন সবই রাসূল হিসেবে করেছেন, সবই অনুসরণ করতে হবে।

আযানের চতুর্থ বাক্য

আযানের চতুর্থ বাক্য হলো, 'হাইয়া আলাস্ সালাহ'। এর অর্থ হলো 'নামাযের দিকে এগিয়ে এসো'।

উপরের তিনটি বাক্যকে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকেই নামাযের জন্য ডাকা হয়। ঐ তিনটি বাক্য বুঝে যারা কবুল করে তারা অবশ্যই সাড়া দিয়ে নামাযের জন্য এগিয়ে আসে। যারা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও মসজিদে নামাযের জন্য এগিয়ে আসে না তারা আযানের প্রথম তিনটি বাক্যকে বুঝে-শুনে কবুল করেছে বলে প্রমাণিত হয় না। তারা নামাযকে শুধু একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করে এবং ধর্ম পালন করা কর্তব্য মনে করে নামাযে আসে। তারা নামাযের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না। যারা নামাযের উদ্দেশ্য জানে তারা ঐ তিনটি বাক্যের মর্মও বোঝে।

আযানের পঞ্চম বাক্য

আযানের পঞ্চম বাক্য হলো 'হাইয়া আলাল ফালাহ'। এর অর্থ হলো, 'সাফল্যের দিকে এগিয়ে এসো'।

জীবনে সাফল্য কে না চায়? প্রত্যেকেই সাফল্যের উদ্দেশ্যেই জান, মাল, সময়, শ্রম ও মেধা কাজে লাগায়। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে সকলের ধারণা একরকম নয়। যে যেটাকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তা হাসিল করাকেই সাফল্য মনে করে। ধন-সম্পদ অর্জন, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সাফল্য মনে করা হয়। আর এসব হাসিল করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া হয়।

কুরআন মাজীদ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত সাফল্য হলো আখিরাতের সাফল্য। যারা আযানের প্রথম তিনটি বাক্যকে বিশ্বাস করে তারা আখিরাতের সাফল্যকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। আযানের মাধ্যমেই তাদেরকে নামাযের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। কারণ, নামায আখিরাতের সাফল্যের মাধ্যম। রাসূল (স) বলেছেন, اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ 'নামায দীনের খুঁটি'।

নামায দিনে পাঁচ বার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষ স্বাধীন নয়। সে আল্লাহর গোলাম। নামাযই গোলামির অভ্যাস করায়। গোটা দেহ ও মনকে নামাযে

www.pathagar.com

আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরীকা মেনে চলার অভ্যাস করায়। মসজিদে নামাযের মাধ্যমে দেওয়া এ শিক্ষা অনুযায়ী জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেহ ও মনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর তরীকা অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। এভাবেই নামাযকে জীবনে কায়েম করতে হবে।

আখিরাতের সাফল্য লাভকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে জীবন যাপন করলে যে ধরনের জীবন গড়ে ওঠে তা-ই দুনিয়ারও সাফল্য।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

এ দু'আ আল্লাহই শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়ার মঙ্গল ও আখিরাতের মঙ্গল আলাদা আলাদা নয়। দুনিয়াদারদের মতো দুনিয়ার উন্নতিকে দুনিয়ার মঙ্গল মনে করা মোটেই সঠিক নয়। আখিরাতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করলে যে ধরনের জীবন গড়ে ওঠে তা-ই দুনিয়ার মঙ্গল। মুসলিম জীবনের আসল লক্ষ্যই হলো আখিরাতের সাফল্য। ঐ সাফল্যের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় যা করণীয় বলে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষা দিয়েছেন, তা করতে পারলেই দুনিয়ার সাফল্যও হাসিল হয়। নামাযই ঐ সাফল্যের পথে জীবনকে পরিচালিত করে।

আযানে ষষ্ঠ বাক্য

আযানের ষষ্ঠ বাক্যটি হলো 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম'। এর অর্থ হলো 'ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম'। এ কথাটি শুধু ফজরের নামাযের আযানেই বলা হয়। ঘুমের মজা ত্যাগ করেই ফজরের নামাযে যেতে হয়। তাই এ বাক্যটি দ্বারা ঘুম ত্যাগ করে নামাযে হাজির হওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়।

আখিরাতের সাফল্যের জন্য নামাযে হাজির হওয়া জরুরি। আর নামাযে হাজির হতে হলে ঘুমের মোহ ত্যাগ করতেই হবে। তাই নামাযীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম।

শেষ কথা

আযানের বাক্যসমূহের মধ্যে প্রথম তিনটি বাক্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ তিনটি বাক্যের মর্ম আলোচনা করে দেখানো হলো যে, যারা এ তিনটি বাক্যকে বিশ্বাস করে এবং এর প্রকৃত মর্ম বোঝে তাদেরকেই নামাযের জন্য ডাকা হয়। যারা এ বাক্যগুলোকে ঠিকমতো বোঝে না ও বিশ্বাস করে না, তারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে নামাযে যায় না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

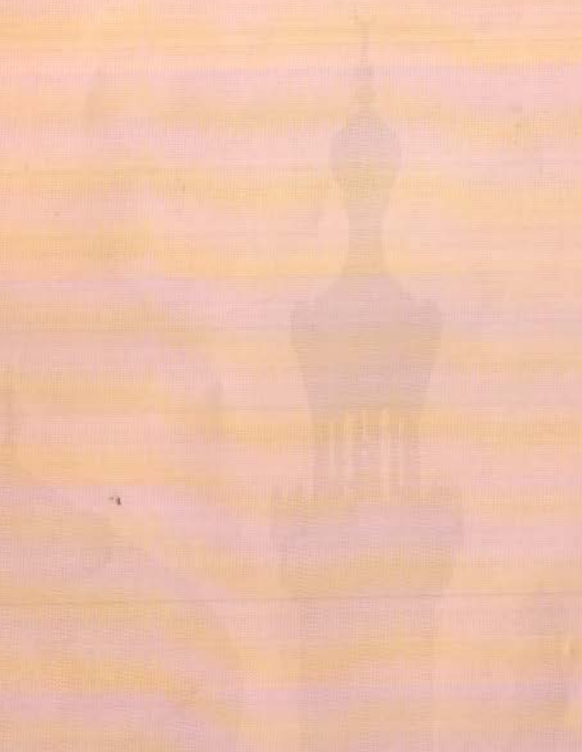

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com